দিলীপ বাগচী স্মরণে

মহাশ্বেতা দেবী

দিলীপ বাগচীর কথা উঠলেই মনে পড়ে যায় প্রথম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলার শেষ দিনের সেই সন্ধ্যেটার কথা। সেটা ১৯৮১ সাল, প্রথম জেলা বইমেলা হচ্ছে বহরমপুরে আমার সদ্যপ্রয়াত বাবা মণীশ ঘটকের স্মৃতিকে সামনে রেখে। মেলার মূল সংগঠক দীপংকর, আমি সভাপতি। বইমেলা হচ্ছে কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে। বিরাট দেয়ালঘেরা প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই হচ্ছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জেলার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যে। শেষ দিন ছিল জেলার তখনকার তিন প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী - দিলীপ বাগচী, অজিত পান্ডে আর অলক সান্যালের গানের অনুষ্ঠান। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের গানের সুরে দিলীপের 'হিমালয়ের সোনাগলা জলের ছোঁয়ায় ফসল দোলে' গানটি শুনে সমবেত হাজার দশেক শ্রোতা তো রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। সে গান আজও ভুলতে পারি নি।

সেবারই দিলীপের সাথে জোর আড্ডা হলো দীপংকরের বাড়িতে। জানতে পারলাম, তরুণ বয়স থেকেই দিলীপ সক্রিয় ছিল কমিউনিস্ট, বিশেষত কৃষক আন্দোলনে। তখন থেকেই সে পল্লীসঙ্গীতের সুরে লড়াইয়ের গান বাঁধতে শুরু করে। ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ি আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ যখন জ্বলে উঠেছিল, তখন সে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। সেই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে দিলীপ বিশেষ সক্রিয় ছিল। তখন তার রচিত 'নভেম্বরের ডাক শোনো' বা 'ও নকশালবাড়ির মা' দীর্ঘদিন ধরে জনমনে ও আন্দোলনের কর্মীদের উদ্দীপিত করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দিলীপ নিজেই সি পি আই এম এল-এর গণআন্দোলন বর্জন ও মূলত ব্যক্তি-হত্যার (বা খতমের) উপর গুরুত্ব দেবার প্রক্রিয়া মেনে নিতে পারে নি। সেই লাইনটি ব্যাপক জন-অনুমোদনও পায় নি। শেষ পর্যন্ত সে সক্রিয় রাজনীতি থেকেই সরে এসেছিল। এরপর দিলীপ আবার তার শিক্ষকতার জীবিকায় ফিরে যায়। কিন্তু তেহট্টের স্কুলে সে প্রধান শিক্ষক থাকার সময় সি পি আই (এম) পন্থী শিক্ষকদের অবৈধ কার্যকলাপে বাধা দেওয়ায় তাকে শেষ জীবনে সি পি আই (এম)-এর প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়।

অল্প বয়স থেকেই দিলীপ খুব ভালো সংগঠক ছিল। প্রথম জীবনে কৃষক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, এবং শেষের দিকে এ পি ডি আর-এর

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

কাজকর্মে সে বিশেষ ভাবে সক্রিয় ছিল । আর সিরিয়াস প্রবন্ধ বা লঘু ব্যঙ্গাত্মক রচনা দ্বিবিধ ধারাতেই তার লেখা ছিল সমান সজীব ।

দিলীপের সেই সব সাড়া-জাগানো গান কিংবা লেখা আজকের তরুণদেরও প্রাণিত করছে । আমার ধারণা, ভবিষ্যতেও করবে ।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সৌজন্যে www.milansagar.com